যুগান্তর

তারিখ ...22 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...৫...

শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রীর একান্ত বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষকদের দাবি অবহিত করলেন শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশনার পরপরই শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। দুপুরে সচিবালয়ের শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে দুই মন্ত্রী প্রায় ২০ মিনিট একান্তে আলোচনা করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয় অবহিত করেছি। তিনি সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার নির্দেশনা দিয়েছেন।' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের বিষয়ে খুবই সহানুভূতিশীল। তাদের বিষয়গুলো সতর্কতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পর্যালোচনার পরামর্শ দিয়েছেন।' অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে বলেন, 'তিনি বেতন-ভাতা বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির আহ্বায়ক। তিনি প্রায় একমাস দেশে থাকবেন না। কিন্তু শিক্ষকদের বিষয় ফেলে থাকতে পারে না। করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা বসেছিলাম। এ বিষয়ে মূল কাজ করবে কমিটি। তবে আমরা বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। তিনিও শিক্ষকদের সমস্যা ও ক্ষতিগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।'

৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় অষ্টম পে-স্কেল অনুমোদিত হয়। এরপরই প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব স্তরের শিক্ষকরা এই পে-স্কেলের বিষয়ে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ৭ সেপ্টেম্বরের পর দু'দফায় তিন দিন কর্মবিরতি পালন করেছেন। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কর্মবিরতি ঘোষণা করেও আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচি স্থগিত করেন। সরকারি কলেজ শিক্ষকরাও আন্দোলনে আছেন। ৭ সেপ্টেম্বরের পর তারাও দু'দফায় তিন দিন কর্মবিরতি পালন করেছেন। শিক্ষকদের এ তিনটি অংশই ঈদের পর কঠোর কর্মসূচি দেয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন। এদের বাইরে প্রাথমিক শিক্ষকরাও আন্দোলনে আছেন। তবে প্রাথমিক শিক্ষকরা অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছেন। আন্দোলনে যাওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। তারা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কথা জানিয়েছেন তাকে। কিন্তু বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনো বৈঠক হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে জানেন না এসব শিক্ষক কী কারণে আন্দোলনে আছেন। কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়াই কর্মসূচিতে যাওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী ভীষণ ক্ষুব্ধ ও হতাশ বলে তার (মন্ত্রী) ঘনিষ্ঠজনরা যুগান্তরকে জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সরকারি কলেজ শিক্ষকরা কেন আন্দোলন করছেন তা তারা আমাকে জানাননি। আমি বিদেশে ছিলাম। ফিরে শুনি তারা কর্মবিরতি করছেন। এটা ঠিক নয়। এটা কোনো নিয়ম না। কেননা, আমাকে তাদের জানানো উচিত ছিল। আমার সঙ্গে আজ প্রধানমন্ত্রীর কথা হয়েছে। আমি তাদের পত্রিকায় পড়ে যা জেনেছি তা-ই প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে হয়েছে। এটা একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি।'